ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য ,সংস্কৃতি ও পর্যটন
খুমুলুঙ ,পশ্চিম ত্রিপুরা ।

==

এডিসি।স-৮৬

মান্দাই এ জুম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির খুমুলুঙ,৩।৩।২০১০ইং

মান্দাই সাব জোন্যাল এলাকার জুমিয়াদের দুই দিনের প্রশিক্ষণ শিবির গতকাল মান্দাই ব্লক উন্নয়ন কমিটির সভা গৃহে অনুষ্ঠিত হয় । প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষা , তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা । মান্দাই কৃষি মহকুমার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীজীবন দেববর্মা সভায় সভাপতিত্ব করেন । বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্রীরঞ্জন দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন । সভায় এডিসির কৃষি বিভাগের প্রধান আধিকারিক শ্রীপি.কে.পালচৌধুরী স্বাগত ভাষণ রাখেন । মান্দাই সাব জোন এলাকার ২১০ জন জুমিয়া প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন । আজ প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়েছে । শিবির শেষে জুমিয়াদের প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয় । প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধক তথা শিক্ষা বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বলেন বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের আর্থ সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে । জুমিয়াদের মানোন্নয়নের মাধ্যমে জুমিয়া তকমা মুছে ফেলা হবে । সেদিকে নজর রেখে শিক্ষা ,যোগাযোগ ,স্বাস্থ্য ,পানীয় জল এবং কৃষির উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয় । জুমিয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে এডিসি প্রশাসন ১৮টি ছাত্রাবাস জুমিয়া এলাকায় গড়ে তোলা হবে । ছাত্রাবাস গুলোতে বিনামূল্যে জুমিয়া পরিবারের ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করতে পারবে । তিনি আর ও বলেন জুমিয়া পরিবারগুলো একসময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করত । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করায় এদের মা শিশু অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগে । অনাহার ,অপুষ্টি জনিত কারণে একসময় জুমিয়া এলাকাগুলোতে মৃত্যুর মিছিল লেগে থাকত । বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়া পরিবারগুলোর বাড়ীতে সুস্বাস্থ্য পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ করছেন । সুলভ শৌচাগার গড়ে তোলা হয় । বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে । জুমিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে ফিল্টার বিতরণ করা হয় । জুমিয়া পাড়াগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে রাস্তা করা হয় । এখন প্রতিটি জুমিয়া পাড়ায় গাড়ী যেতে পারে । পৌঁছে দেয়া হয় বিদ্যুৎ ।

তিনি বলেন জুমিয়া পরিবারগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে টিলাভূমিতে আদা , কলা বাগান , মরিচ সহ সব্জি চাষ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে । আধুনিক পদ্ধতিতে টিলাভূমিতে চাষ করার মাধ্যমে এরা আর্থিক স্বাবলম্বী হতে পারবে । আর্থিক স্বাবলম্বী হবার পরই এদের জুমিয়া তকমা মুছে যাবে । তিনি আর ও বলেন ডার্লং ,লুসাই সম্প্রদায় জুমিয়া ছিল । কিন্তু এরা আর্থিক স্বাবলম্বী হবার পর এদের উপর থেকে জুমিয়া তকমা মুছে যায় । এডিসি এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে জুমিয়া পরিবারগুলো আর্থ সামাজিক উন্নয়ন শীঘ্রই ঘটবে । উন্নয়নকে তরান্বিত করতে চাই শান্তি । শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করার চক্রান্ত চলছে । শান্তি উন্নয়ন বিনষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শ্রীদেববর্মা আহ্বান জানান ।